শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

للشيخ المجاهد الحكيم د. أيمن الظواهري حفظه الله

শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

উ।ৎ।স।র্গ

□ ঐ সকল খারেজী ও তাকফীরীদের প্রতি যারা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের এমনকি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান মুজাহিদীনদেরকেও তাকফীর করছে এবং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ মনে করে হত্যা করছে।

□ জিহাদ-প্রেমী ঐ সকল যুবকদের প্রতি যারা হকদল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে।

□ সারা পৃথিবীতে জিহাদরত আমাদের ঐ সকল মুজাহিদ ভাইদের প্রতি যারা হকের পথে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করছে।

এদের সকলের প্রতি কিতাবটি উৎসর্গ করা হল- যাতে এটা সকলের হেদায়াতের জন্য ওসীলাহ হয়।

পূর্বে আলোচনা হয়েছে ইরাক ও শামে ক্রুসেড আক্রমণ এবং ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানী আমরিকানদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমাদের করনিয় কী? এবং খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ কী? সাথে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি খিলাফাহ ঘোষণার জন্য উপযোগী? না হলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র আমাদের করণীয় কী?

****

আজ আমি মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত অনেক কঠিন এক বিপদ নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হল মুসলিম উম্মাহর উপর যুদ্ধরত ক্রুসেডারদের সাথে ইরানী সাফাবীদের জোট গঠন।

আমি আমার মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে শায়েখ আবু হাম্মাম আশ-শামী রহ. ও ক্রুসেড বিমান বাহীনির হামলায় শহীদ ভাইদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং 'জাবহাতুন নুসরার' সকল ভাইদের সান্তনা দিচ্ছি এবং তাদের ধৈর্য ধারণ করে দৃঢ়চিত্তে শত্রুর মোকাবেলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। হে আল্লাহ আপনি এই আক্রমণে শহীদদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাদের পরিবার-পরিজনকে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ আপনি জাবহাতুন নুসরার ভাইদের মাধ্যমে আপনার দীন, আপনার কিতাব, আপনার নবীর আমানত রক্ষা করুন আমীন।

প্রিয় উম্মাহ! বর্তমানে আমরা এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। আর তা হল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড আক্রমণের সাথে সম্প্রতি ইরানের প্রকাশ্যে যুক্ত হওয়া। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সহযোগিতায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের এই চুক্তি স্পষ্টভাবে আমরিকার দুই শত্রু তথা ইরাক ও আফগানের বিরুদ্ধে। এটা ইরানের সেনাপ্রধানও স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিয়েছে।

আর শামে রাফেজী, সাফাবীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা যে কোন মূল্যে আসাদ ও আসাদের সরকারকে রক্ষা করবে। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে একদিকে ন্যাটোর সাথে মিলিত হচ্ছে, অপরদিকে রাশিয়ার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে জোট গঠন করছে। এই তো কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, আসাদের সাথে বৈঠক ব্যতীত সিরিয়ার সামস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কিন্তু অতি আফসোস ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফের মুশরিকরা এক জোট হচ্ছে। আর আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের উচিৎ মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মাঝে যে ছোটখাটো সমস্যা আছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা; কিন্তু তা না করে একদল আবার নতুন করে ফেতনা সৃষ্টি করেছে! এবং আমাদের মাঝে বিভেদের রাস্তা তৈরী করছে। তারা নিজেদের জন্য এমন পদ-পদবী দাবি করছে- বাস্তবতা এবং শরীয়ত কোন দিক থেকেই যার উপযুক্ত তারা নয়। বিভিন্ন ভাবে বাড়াবাড়ি করে ফিৎনা ছড়িয়ে শামের জিহাদকেই নষ্ট করছে। তারা নূন্যতম সন্দেহের ভিত্তিতে কোন দলীল ছাড়া আবার কখনো উল্টো দলীল দাঁড় করিয়ে মুজাহিদদের তাকফীর করছে। এর মাধ্যমে ক্রুসেডারদেরই তো মঙ্গল হচ্ছে। নুসাইরী, সাফাবী ও রাফেজীদেরই উপকার হচ্ছে।

কেউ কেউ মনে করে শুধু তারাই হক জামাত এবং টিকে থাকার অধিকার শুধু তাদেরই। আর অন্য সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং যে করেই হোক তারা ব্যতীত আর কোন মুজাহিদ জামাআতকে টিকতে দেয়া যাবে না। কারণ, এটা ছাড়া তো আর নিজেদের এককভাবে খাঁটি ইসলামী দল ঘোষণা করা যাবে না! তাই তারা অন্যদের কাজকে কুফুরী, রিদ্দাহ, খিয়ানত, সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহমূলক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করছে।

হায়রে নির্বোধ! তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে, এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও হচ্ছে। তাদের পূর্বে অন্যান্য জিহাদী দলগুলোই তো ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড, রাফেজী, নুসাইরী ও নাস্তিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে এবং এখনও করছে। ইশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও করবে; বরং তারাও তো সে দলেরই একটা অংশ। মানুষতো তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জেনেছে এরই মাধ্যমে।

আফসোস! আমরা আজ আমাদের পূর্ববর্তীদের পথ ত্যাগ করে কোন পথে হাটছি! আমরা পুরো উম্মাহকে অথবা, জমহুর উম্মাহকে কেন একত্র করার চেষ্টা করছি না, যাতে করে এর মাধ্যমে আমরা এমন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে পারি, যার ভিত্তি হবে মজলিসে শুরা। যেমনটি সাইয়্যেদুনা ওমর রাযি. সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, الإمارة شورى 'ইমারা গঠিত হবে মজলিসে শুরার মাধ্যমে।'[১]

যারা আজ খোলাফায়ে রাশেদীনের পথ ত্যাগ করে কারো সাথে পরামর্শ না করে নিজেকে খলীফা বলে দাবি করছে -শুধু তাই নয়, এরপর সকলকে তার বায়আত দিতে বলছে, যারা বায়আত না দিবে তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। তারা পুরো বিষয়টাকে একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। কারণ, আমরা জানি খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত হল, বায়আত দেয়া হবে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে। অতঃপর যখন অধিকাংশ মুসলমান এক হবে তখন বায়আত সংগঠিত হবে। অথচ আমরা দেখছি তার পুরোপুরি ইল্টো চিত্র। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কেউ প্রচার করছে যে, এটাই হল 'খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ'। তাই সবাই একে বায়আত দিতে হবে। অথচ সে তার আমীরের বায়আত ভঙ্গ করেছে। এক দিকে তারা অন্যদেরকে আনুগত্যের আদেশ দেয় অন্য দিকে নিজেই স্বীয় আমীরের অবাদ্ধ হয়। সে তো আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের হাতে বায়আত প্রাপ্ত। তার মুখপাত্রও তো এক সময় মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের সুউচ্চ পাহাড় অবিধায় ভূষিত করত এবং তার অনুসারীরাও এর ন'রা উচ্চকিত করত।

পরবর্তীতে সে যা করার ইচ্ছে করেছে। আসলে এর মাধ্যমে যা করছে তা হল, সে মুজাহিদদের মধ্যে ভাঙ্গন ও ফাটল সৃষ্টি। ইতোমধ্যেই সে তার অনুসারীদের আদেশ করেছে যে, যারা তার আহ্বানে সারা না দিবে তারা যেন তাদের মাথা গুড়িয়ে দেয়। কারণ, তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এবং মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করছে। অথচ, আমাদের শত্রুরা জোটবদ্ধ হয়েছে। আমরা কি শত্রুর কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না?

আমি এখানে সীমালঙ্ঘনকারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কিছুই বলব না। আমি শুধু আমার জন্য এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে হেদায়াতের দোআ করব। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়াত দান করুন। আমি জ্ঞানী, মুত্তাকী ও উঁচু মানসিকতার লোকদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হোন। আবারও বলছি, আপনারা শত্রুর বিরুদ্ধে এক হোন সব বিভেদ ভুলে শত্রুদের বিরুদ্ধে জেটবদ্ধ হোন। কেউ কি আছে যে, আমার কথা শুনবে! কেউ কি আমার এ আহ্বানে সারা দিবে? আমি আপনাদের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছি:-

১. আপনারা এখনই মুজাহিদদের পরস্পর সংঘাত বন্ধ করুন।

২. অমুক দল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এই অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ছেড়ে দিন।

৩. ইরাক এবং শামের একটি স্বতন্ত্র শরয়ী বিচারবিভাগ কায়েম করুন এবং যার ক্ষমতা বাস্তবায়নের দায়িত্ব এ দুই অঞ্চলের সকল মুজাহিদদের দায়িত্বে থাকবে।

৪. অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে আম ক্ষমা ঘোষণা করুন।

৫. পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হোন। যেমন, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া, আশ্রয়হীন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঞ্চয় করা এবং সম্মিলিত অপারেশন পরিচালনা করা ইত্যাদি।

নিশ্চয় শামের মুবারক জিহাদের সাথে পুরো উম্মাহর দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্খা মিশে আছে এবং তারা একটি সুন্দর ভোরের অপেক্ষা করছে। কেননা, শাম এবং মিসরই হল বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পূর্বশর্ত। সুতরাং, শামের জিহাদকে নষ্ট করা মানে পুরো উম্মাহর আশা-আকাঙ্খা একেবারে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া। আর মুজাহিদদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সংবাদের চেয়ে খুশির সংবাদ শত্রুর নিকট আর কী হতে পারে?

[১] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ৯৭৬০

মার্কিনীরা ইরাকে প্রবেশের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাফেজী সাফাবীরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধ শুধু মাত্র তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা মাশওয়ারা ব্যতীত নিজেদের খিলাফাহ দাবি করছে; এ যুদ্ধের পরিধি আরো বিস্তৃত। নিশ্চয় এটা এ অঞ্চলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। তথাকথিত খিলাফাহ ঘোষণার পূর্বেই আনবারে সম্মিলিতভাবে রাফেজী দলগুলো আক্রমণ করেছিল এবং এই খিলাফাহ ঘোষণার পূর্ব থেকেই শিয়া মিলিশিয়ারা সব জায়গায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ঘৃণিত সব অত্যাচার করে চলছে।

আর বর্তমানে তাদের সম্মিলিত শক্তি পূরো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে ঘৃণিত সব অত্যাচার শুরু করেছে। যারা এই খিলাফতের সাথে একমত তাদের উপর এবং যারা এর সাথে একমত না তাদের উপরও। সুতরাং এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ। আর এসকল মিলিশিয়ারা যদি একবার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অঞ্চলগুলো দখল করতে পারে, তাহলে তারা কাউকেই ছাড় দেবে না।

আমি পূর্বের ন্যায় আবারও বলছি আমরা এই মনগড়া খিলাফাহ প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও ইরাক এবং শামের সকল মুজাহিদদেরকে একতার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক, রাফেজী-নুসাইরীদের বিরুদ্ধে এক হোন। আপনারা মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এক হোন। আমি তাদেরকে বলছি, যারা আমাদের সাথে বিরূপ ব্যবহার করেছে এবং যারা ভাল ব্যবহার করেছে তদেরকেও বলছি। যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং যারা ন্যায় বিচার করেছে, যারা আমাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে এবং যারা অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। যারা আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এবং যারা সত্য বলে আমি সবাইকেই বলছি, এখন আমাদের পারস্পারিক দ্বন্দ্বের সময় নেই। শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে।

সুতরাং আসুন, আমরা একসাথে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করি।

মনগড়া খিলাফতের অধিকারীরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে তারা আমাদেরকে ধ্বংস করবে, ইমারাতে ইসলামিয়াকে গুড়িয়ে দিবে এবং তাদের ব্যতীত অন্য সকল জিহাদী তানজিমকে নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। এতো কিছুর পরও আমরা জ্ঞানী ও মুত্তাকীদের আহ্বান করে বলছি, আসুন! আমরা আপনাদের সব ধরণের সহযোগিতা করবো। আমরা একটা শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। আমাদের মাঝে বিদ্যমান বিভেদ শরীয়তের আলোকে সমাধান হোক। আমরা মুসলমানদের সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে চাই।

হে মুসলমানেরা, হে মুজাহিদরা! তোমরা কি শোননি খ্রিষ্টান পোপের প্রতিনিধি সকল রাষ্ট্রকে উগ্রবাদী, চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে এক হতে আহ্বান করেছে। হ্যাঁ এটা ক্রুসেড যুদ্ধ। ওরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছে আর আমরা পরস্পর একে অপরকে তাকফীর করছি! একে অপরকে হত্যা করছি!!

হে জ্ঞানী ও মুত্তাকীগণ! আপনাদের আহ্বান করছি, আসুন আমরা একটা নিরপেক্ষ শরয়ী ট্রাইবুনাল গঠন করি। শরীয়তের আলোকে আমাদের মাঝে চলমান বিভেদ মিটে যাক। হয়তো আমাদের পক্ষে ফয়সালা হবে নয়তো বিপক্ষে। তবুও আমরা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত থাকতে চাই না। প্রিয় ভাই! আমরা শরয়ীত অনুযায়ী বিভেদ মিটাতে চাচ্ছি। তবুও কেন আপনারা পিছপা হচ্ছেন। অগ্রসর হচ্ছেন না কেন? আমরা মুজাহিদদের এক করতে চাচ্ছি; আপনারা কেন একতা নষ্ট করছেন? আমরা খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত অনুযায়ী মজলিসে শুরা গঠন করতে চাচ্ছি; আপনারা কেন তা প্রত্যাখ্যান করছেন? আমরা বারবার অঙ্গিকার পূরণের আহ্বান করছি; আর আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন!! কেন আপনারা এমনটি করছেন? আপনারা কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শুনেন নি? আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম।'[২]

[২] সূরা আন-নূর: ৫১

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।'[৩]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

'তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তাহলে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।'[৪]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর ও এক করে দাও এবং মুমিনদের জন্য কোমল ও রহমদিল বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে এক করে দাও। আমাদের সকল তানজীমকে এক করে দাও। আমাদের মতানৈক্য ও বিভেদ দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সব কিছুর মালিক।

বর্তমানে ইয়ামানে হুতিরা রাফেজী, সাফাবীদের এক শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। হুথিরা তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করছে । তারা ছানাআসহ কিছু অঞ্চল দখল করেছে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা হারামাইন শরীফাইন দখল করে ফেলবে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে মুজাহিদরা। তারা মুজাহিদদের খুঁজে বের করতে ও তাদের উপর বোম্বিং করতে আমরিকার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে ইয়েমানে আল-কায়েদার মুজাহিদগণ এক মজবুত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় কাজ করছে যার উপর এসে আছড়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে রাফেজীদের সক্রিয় কর্মি হুথিদের সব ষড়যন্ত্র। আমরিকানদের দাস ধর্মনিরপেক্ষদের সকল অপপরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে এসকল বীর মুজাহিদগণ শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর মাদরাসায় গড়ে উঠা ছাত্র। তাদের আকাবীরগণ তার একান্ত নিকটের সহচর। তারা তাঁর জিহাদের ঝাণ্ডা বহন করে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। তাদের শহীদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাদের মধ্যে খারিবা আল হাজ, ইউসুফ আল উয়াইরী, তুরকিদ দানদালী, শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মাশহুদ, আব্দুল আজিজ আল মুকরিন, সালেহ আল উফী, আবু আলী আল হারিছী, আনওয়ার আল আওলাকী এবং সাঈদ আশ শিহরী রহ.। এরা ছাড়াও আরো শতশত বীর মুজাহিদ শহীদের মিছিলে শরীক হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের কবুল করেনিন এবং জান্নাতের প্রশস্ত ভূমিতে তাদের নিবাসী করুন। তাদের অনেক ভাই আহত অবস্থায় আছেন এবং অনেকে বন্দী হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জেলে আটকে আছেন। এবং এদের মধ্যে অনেকেই বন্দী অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। অথচ, রাফেজী বন্দীরা আটক হওয়ার পর খুব দ্রুতই বের হয়ে যাচ্ছে। কেননা, সৌদি সরকার এবং আমরিকা ইরানের চাপের সামনে আত্মসমর্পণ করে। আমাদের ভাইয়েরা জাজিরাতুল আরবকে এবং ওহী অবতরণের স্থানকে পবিত্র করার জন্য এ সকল কুরবানী দিয়ে যাচ্ছেন এবং দিয়ে যাবেন। তারা রাসূল সা. এর পবিত্র বাণীকে বাস্তবায়ন করবে ইনশাআল্লাহ।

أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

'তোমরা জাজিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দাও।'[৫]

তাঁরা আস-সউদ পরিবারকে, রাফেজীদেরকে এবং ক্রুসেডারদের দোসর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে জাজিরাতুল আরব রক্ষায় প্রতিহত করছে এবং করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

---

[৩] সূরা মাইদা:১

[৪] সূরা আনফাল: ৪৬

[৫] সহীহ বুখারী: ৩১৬৮

আলহামদুলিল্লহ! মুজাহিদ ভাইয়েরা তাদের কাজকে প্রসারিত করে জাজিরাতুল আরব থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ কিছু দিন পূর্বে তারা প্যারিসে শার্লিএবদোতে সফল আক্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এতোসব গৌরবময় ইতিহাসের পরও এক লোক এসকল খোদাপ্রেমী জানবাজ মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা তোমাদের আমীরের বায়আত ভঙ্গ করে আমাকে বায়আত দাও এবং তোমরা আমার আনুগত্য মেনে নাও। তাহলে দেখবে হুতিদের অবস্থা কী হয়।

অথচ তার বলা উচিত ছিল, 'ভাই মহান আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনারা তো আমাদের অনেক আগ থেকেই জিহাদ ও হিজরতের ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের উত্তম কাজের বিনিময় দান করুন। আসুন, আমরা সকলে এক সাথে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু- ক্রুসেডার বাহিনী, নুসাইরী, রাফেজী ও মুরতাদ তাগুতদের মোকবেলা করি। আমরা আমাদের আকাবীরে মুজাহিদীনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকল মুজাহিদদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বিচারবিভাগ কায়েম করার পক্ষে আছি। যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে কাছের দূরের ঐ সকল আকাবীরে মুজাহিদগণ যারা দির্ঘদিন ধরে নিজেদের সততা, যোগ্যতা ও খোদাভীরুতার মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে টিকে আছেন। যাতে করে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় শত্রুর বিরুদ্ধে। আমরা কিছুতেই নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে আমাদের শক্তি নষ্ট করবো না। আমাদের মাঝে ফেতনা ছড়াতে দেবনা।'

যারা মুসলমানদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চায়, সাহায্য করতে চায় জালেমদের হাতে নির্যাতিত মুসলিমদের; তাদের উসলুব বা কর্মপন্থা এমনই হওয়া চাই।

আর সৌদি আরবের শাসকবর্গ পূর্ব থেকেই তো বৃটেন-আমরিকার এজেন্ট এবং সেবাদাসের ভূমিকা পালন করছে। উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল ব্যবসায়ীরা, যারা আমেরিকাকে তাদের অভিভাবক ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাদের অনুগত দাস হয়ে কাজ করছে- ওরা কোন দিনও হারামাইন শরীফাইনকে রক্ষা করবে না। কারণ, তারা এবং তাদের পূর্বসূরীরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দেশকে পূর্বেও বৃটিশদের কাছে বিক্রি করেছিল। আর বর্তমানে আমেরিকার কাছে বিক্রি করেছে। সাফাবী, রাফেজীরা যখন হারামাইন শরীফাইনের দিকে অগ্রসর হবে তখন তারাই সর্ব প্রথম পালায়ন করবে। যেমনিভাবে তাদের পূর্বে সাদ্দামের সাথে যুদ্ধে কুয়েতের আমীর পলায়ন করেছিল (এবং কিছুদিন পূর্বে আবদে রব্বে মানসূর করেছে)। আরে, এরা তো নিজেদের রক্ষার জন্য আমরিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। অথচ আমরিকা নিজ স্বার্থ ছাড়া কিছুই করে না। এই তো ইরান নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে আমেরিকার সাথে সমঝোতা করেছে। যাতে করে উপসাগরীয় অঞ্চলের শাসকদের যেদিকে খুশি সে দিকে পরিচালিত করা যায়।

হারামাইন শরীফাইনকে একমাত্র মুজাহিদগণই রক্ষা করবে। বিশেষ করে জাজিরাতুল আরবের মুজাহিদরা- যারা সাহাবায়ে কেরামদের উত্তরসূরী। পূর্ব পশ্চিমে বিজিত ইসলাম প্রচারকদের উত্তরসূরী। তাঁদের উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে নবী পরিবারের এবং গামেদ, জাহরার, বনী শাহর ও বনী হারব গোত্রের ১৫জন আত্মোৎসর্গি 'বাজ' টুইন টাওয়ার নামে পরিচিত আমরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রলায় এবং বানিজ্যিক টাওয়ারে শহীদী হামলা চালিয়ে পুরো কুফফার বিশ্বকে বলে দিয়েছে যে, সাবধান আমাদের প্রাণ কেন্দ্র হারামাইন শরীফাইনের দিকে চোখ তুলে তাকাবে তো চোখ উপড়ে ফেলব। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদন দান করুন, আমীন।

আর বর্তমানে এদের নেতৃত্বে আছে জাজিরাতুল আরবের তানযীমু কায়েদাতুল জিহাদের ভাইয়েরা। এদের মাধ্যমেই মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. ফিলিস্তিনী ভাইদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন,

"ونُبشِّرُكم أن مددَ الإسلامِ قادمٌ، وأن مددَ اليمنِ سيتواصلُ بإذنِ اللهِ الواحدِ الأحدِ".

'হে ফিলিস্তিনী ভায়েরা! তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলামের বিজয় অতি নিকটে। এবং ক্রমাগত ইয়ামানের বিজয় অর্জিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে ইয়েমেন বিজয়ের দিকে এগোচ্ছে।'

সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ! হে সাহাবায়ে কেরামদের স্বাধীন, সম্মানিত গর্বিত উত্তরসূরীরা! হে আমলদার উলামায়ে কেরাম! হে প্রভাব শালী, সম্মানিত গোত্রের লোকেরা! হে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা! হে আত্মমর্যাদাশীল নেতারা! হে জাজিরাতুল আরবের মুসলমানরা! হে সারা দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমানেরা! আপনারা নিজেদের মুজাহিদ ভাইদের রাফেজী, সাফাবীদের বিরুদ্ধে জাজিরাতুল আরব রক্ষার যুদ্ধে সাহায্য করুন।

রাফেজী, সাফাবীরা জাজিরাতুল আরবের পূর্বদিক হতে কুয়েত, কাতীফ, দাম্মাম বাহরাইনের এবং দক্ষীণ দিকে নাজরান, ইয়েমেনে এবং উত্তর দিকে ইরাক ও শামে পরিকল্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে; বরং সাফাবী নব্য সংগঠনগুলো তো এখন মদীনাতুর রাসূলের তৎপরতা শুরু করেছে।এই তো হুথিরা সাউদি সীমান্তে গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। আপনারা নিজেদের জান-মাল, তথ্য, পরামর্শ এবং দোআর মাধ্যমে নিজেদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্য করুন। আপনারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুজাহিদ ভাইদেরকে সাহায্য করুন। আপনাদের উপর ধর্ম ব্যবসায়ী এবং পর্দার পিছন থেকে ট্যাক্স গ্রহণকারীরা ক্ষমতা দখল করার পূর্বেই আপনারা স্বীয় মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন সম্মান বিনষ্ট হওয়ার আগেই। শয়তানের দলেরা একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে আপনাদের অবস্থাও ঠিক ঐরকম হবে যেরকম ইরাকে এবং শামে আমাদের ভাইদের হয়েছে। তারা সেখানে আমাদের ভাই-বোনদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে। হারামাইন শরীফাইনে সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মাহাতুল মুমিনীনদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ শোনার আগেই আপনারা মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন। নব্য সাফাবীরা ইরানে আপনাদের ভাইদের সাথে পূর্বেকার সাফবীদের মত আচরণ করার পূর্বেই আপনার জাগতে হবে। সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার পূর্বেই তার সদ্ব্যবহার করুন।

وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.